লেকচার ৮

♦ সমাস

সমাস সম্পর্কিত তথ্যাদি

সমাস: {স. সম্+√অস্+অ(ঘঞ্)}=সমাস। 'সমাস' শব্দের অর্থ: মিলন, একত্র অবস্থান, সংক্ষেপ, একাধিক পদের একপদীকরণ, সংযুক্ত পদ ইত্যাদি। অর্থের দিক থেকে মিল আছে এমন দুই বা ততোধিক শব্দ বা পদ একশব্দ হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

সমাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

'সমাস' শব্দের অর্থ: সংক্ষেপণ।	সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে।	সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও গতিশীল করে।
সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।	সমাস নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি করে।	সমাসে বিশেষ্য পদে কারক বিভক্তি থাকে।
সমাসের কাজ: ➢ একপদী করণ	➢ সংক্ষেপণ	➢ পদের মিলন

সমাস সংক্রান্ত পরিভাষা

সমাস সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সংজ্ঞার্থ:

সমস্যমান পদ:
যে কয়টি শব্দ মিলে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় সমস্যমান পদ। যেমন: গতির বেগ = গতিবেগ।
এখানে 'গতির' এবং 'বেগ' এ দুটি সমস্যমান পদ মিলে 'গতিবেগ' হয়েছে।

সমস্তপদ/সমাসবদ্ধ পদ:
সমাসের প্রক্রিয়ায় একাধিক শব্দ যুক্ত হয়ে যে একক পদ গঠন করে তাকে 'সমস্তপদ' বা 'সমাসবদ্ধ পদ' বলে।
যেমন: নব যে দিগন্ত = নবদিগন্ত। এখানে 'নবদিগন্ত' সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

পূর্বপদ ও পরপদ:
সমস্তপদে যে দুটি পদ থাকে তার প্রথম পদটিকে 'পূর্বপদ' ও শেষের পদটিকে 'পরপদ' বলে। যেমন: সমাসবদ্ধ 'নবদিগন্ত' শব্দের 'নব' পূর্বপদ এবং 'দিগন্ত' উত্তরপদ। উল্লেখ্য, পরপদকে উত্তরপদ বা অন্ত্যপদও বলা হয়।

- **ব্যাসবাক্য/সমাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য:**
সমস্তপদকে বা সমাসবদ্ধ পদকে ভাঙলে যে বাক্য পাওয়া যায় তাকে 'ব্যাসবাক্য' বা 'সমাসবাক্য' বা 'বিগ্রহবাক্য' বলে। 'পতাকাশোভিত' শব্দের ব্যাসবাক্য 'পতাকা দিয়ে শোভিত'।

- **সমস্তপদকে বিশ্লেষণ:**
সমাসের ক্ষেত্রে সমস্তপদকে বিশ্লেষন করলে কয়েকটি অংশ পাওয়া যায়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো:

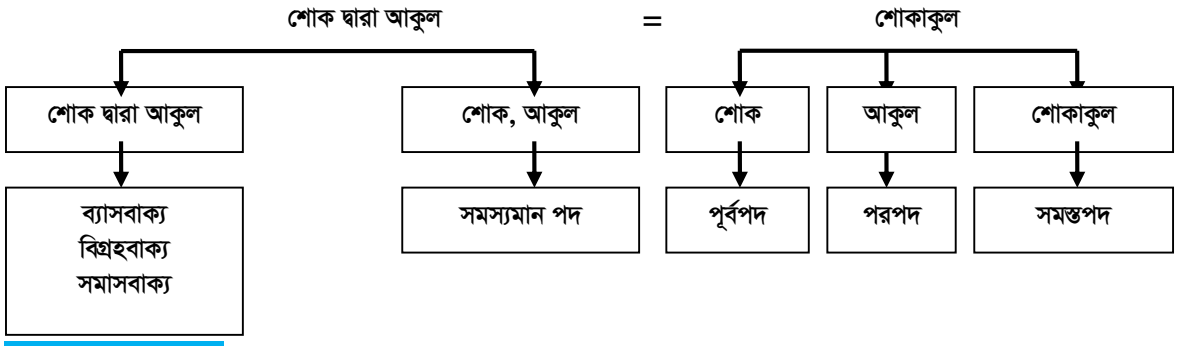

- **যে সমাসে যে পদ প্রধান:**

সমাস	পদ	সমাস	পদ
দ্বন্দ্ব	উভয়পদ	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু (টেকনিক: দ্বিতক)	পরপদ
অব্যয়ীভাব	পূর্বপদ	বহুব্রীহি	কোনো পদই প্রধান নয়

- **ব্যাসবাক্যে যা থাকে:** ব্যাসবাক্য করার সময় ভিন্ন ভিন্ন সমাসে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ যুক্ত হয়। যেমন:

সমাসের নাম	ব্যাসবাক্যে যা থাকবে
দ্বন্দ্ব	এবং, ও, আর
কর্মধারয়	যিনি-তিনি, যেই-সেই, যে-সে
তৎপুরুষ	বিভক্তি লোপ পায়
অব্যয়ীভাব	পর্যন্ত, সাদৃশ্য, অভাব, কিংবা, ক্ষুদ্রতা, যোগ্রতা, অতিক্রম, অতিক্রান্ত, পশ্চাৎ, নৈকট্য/সমীপে।
বহুব্রীহি	যার, যাতে
দ্বিগু	সমাহার

সমাসের প্রকারভেদ

সমাসের প্রকারভেদ: সমাসের প্রকারভেদ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। যেমন: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভূক্ত করে সমাসকে পাঁচ ভাগ বিন্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** ছয় প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন।
আধুনিক ব্যাকরণবিদগণ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথাগত বিভাজনকে মান্য করেই সমাসের ছয়টি বিভাগকে স্বীকার করেন। যথা: ১. দ্বন্দ্ব বা বন্ধন সমাস ২. কর্মধারয় বা বর্ণন সমাস ৩. তৎপুরুষ বা কারকলোপী সমাস ৪. বহুব্রীহি বা অন্যার্থক সমাস ৫. দ্বিগু সমাস ও ৬. অব্যয়ীভাব সমাস।

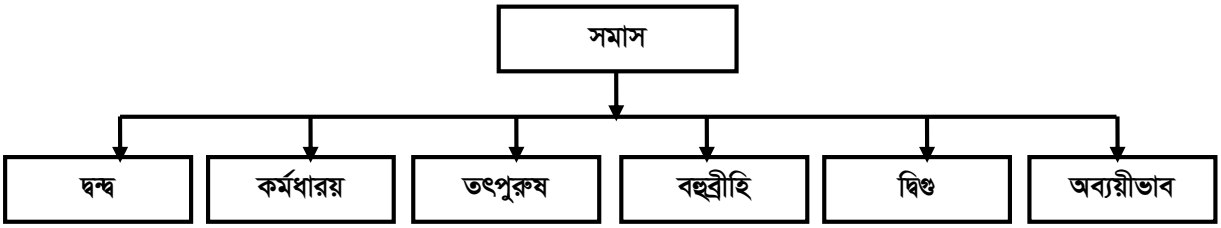

- উল্লেখ্য, প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস, অলুক সমাস ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে।
- বিশেষ দ্রষ্টব্য: নতুন বাংলা ব্যাকরণ (৯ম-১০ম) বই অনুসারে সমাস মূলত ৪ প্রকার। যথা: ১. তৎপুরুষ ২. কর্মধারয় ৩. বহুব্রীহি ৪. দ্বন্দ্ব। দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১. দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ

সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
সাধারণ দ্বন্দ্ব	সাধারণত দুই বা ততোধিক পদের মিলন হলে, তাকে বলা হয় সাধারণ দ্বন্দ্ব।	মা ও বাবা = মা-বাবা
মিলনার্থক দ্বন্দ্ব	যখন অর্থের দিক থেকে পরস্পর মিলন বুঝায়, তখন দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব।	ভাই ও বোন = ভাই-বোন
বিরোধার্থ দ্বন্দ্ব	অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরিত্য বুঝায়, তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব।	সাদা ও কালো = সাদা-কালো
সমার্থক দ্বন্দ্ব	সম অর্থপূর্ণ দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলা হয় সমার্থক দ্বন্দ্ব।	হাট ও বাজার = হাট- বাজার
বহুপদী দ্বন্দ্ব	বহুপদ মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বলা হয় বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস।	সে, তুমি ও আমি = আমরা
ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব	মূল পদের সঙ্গে ইত্যাদিবাচক বিকৃতপদ মিলিত হলে তাকে বলে ইত্যাদিবাচক দ্বন্দ্ব সমাস।	কাপড় ও চোপড় = কাপড়চোপড়
অলুক দ্বন্দ্ব	যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব সমাস।	দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে
একশেষ দ্বন্দ্ব	যে সমাস অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রথম পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামঞ্জস্য রচিত হয়, তাকে বলে একশেষ দ্বন্দ্ব।	জায়া ও পতি = দম্পতি

দ্বন্দ সমাস VS কর্মধারয় সমাস

✍ দুটি পদ দ্বারা দুটি জিনিসকে বুঝালে তাহা দ্বন্দ সমাস
✍ দুটি পদ দ্বারা একটি জিনিসকে বুঝালে তাহা কর্মধারয় সমাস

২. কর্মধারয় সমাস

☞ **সংজ্ঞা:** 'কর্মধারয়' শব্দের অর্থ : কর্ম বা বৃত্তিধারণকারী। এ শ্রেণির সমাসে পূর্বপদটি পরপদের বিশেষণ রূপে অবস্থান করে এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণাভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: নীল যে আকাশ = নীলাকাশ; শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট; যা কাঁচা তা-ই মিঠা = কাঁচামিঠা; সু যে পুরুষ = সুপুরুষ; বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা।

☞ **কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন:**

- দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব।
- পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষবাচক হয়। যেমন: সুন্দরী যে লতা= সুন্দরলতা। মহতী যে কীর্তি= মহাকীর্তি।
- দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর।
- কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়া-মোছা। আগে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত।
- বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্ব পদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন: মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান' মহান যে নবি = মহানবি।
- পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপরেদ প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমন: কু যে অর্থ= কদর্থ; কু যে আচার = কদাচার।
- বিশেষণ ও বিশেষ্যপদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন: সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম।
- পরপদে 'রাজাৎ শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন: মহান যে রাজা= মহারাজ, পথের রাজা= রাজপথ।

➢ **কর্মধারয় সমাসের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম :** কখনো কখনো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পূর্বপদের সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, উপসর্গ ও অব্যয়ের সঙ্গে পরপরেদ বিশেষ্যের মাধ্যমে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন:

- **সর্বনাম:** এই যে কাল = একাল, সেই যে কাল = সেকাল, এই যে খন = এখন।
- **সংখ্যাবাচক শব্দ:** এক যে জন = একজন, দো যে তলা = দোতলা
- **উপসর্গ:** বি যে ভুঁই= বিভুঁই, কু যে কর্ম= কুকর্ম।
- **অব্যয় (অনুকার অব্যয়):** ফিস্ ফিস্ যে কথা= ফিসইফসে কথা।

☞ **কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ:** কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকার। যথা:
১. সাধারণ কর্মধারয় ২. মধ্যপদলোপী ৩. উপমান ৪. উপমিত ও ৫. রূপক কর্মধারয় সমাস।

সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
সাধারণ কর্মধারয়	দুটি পদ দ্বারা একটি জিনিসকে বা ব্যক্তিকে বুঝালে তাহা কর্মধারয় সমাস	যিনি রাজা তিনি ঋষি= রাজর্ষি যাহা কাঁচা তাহা মিঠা = কাঁচামিঠা
মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।	পল মিশ্রিত অন্ন= পলান্ন
উপমান কর্মধারয় সমাস	যে কর্মধারয় সমাসে সাধারণ কর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের মিলন হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।	শশকের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত মিশির ন্যায় কালো = মিশকালো
উপমিত কর্মধারয়	সাধারণ গুণের উল্লেখ ব্যতীত উপমেয়ের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।	কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী
রূপক কর্মধারয়	উপমিত ও উপমান অভেদ কল্পনামূলক সমাসকে বলা হয় রূপক কর্মধারয়।	আঁখি রূপি পাখি = আঁখিপাখি বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু

৩. তৎপুরুষ সমাস

☞ **সংজ্ঞা:** 'তৎপুরুষ' শব্দের অর্থ: তার সম্পর্কীয় পুরুষ। এটি পরপদের অর্থ প্রধান সমাস। পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ।

☞ **প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ:**

- যে সমাসে উত্তরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সমাসকে সাধারণভাবে বলা হয় তৎপুরুষ সমাস। —— **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**
- পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপে যে সমাস গঠিত হয় এবং যাতে পরপদের অর্থই প্রধানভাবে নির্দেশ করে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। —— **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ**

☞ **তৎপুরুষ সমাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি:**
তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে, পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এ সমাসের নামকরণ হয়। যেমন: দেশকে উদ্ধার = দেশোদ্ধার, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাসের প্রকার

☞ **তৎপুরুষ সমাসের প্রকার:** তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার। যথা: দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস। —— মুনীর চৌধুরী **(সূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ: নবম-দশম শ্রেণী)**

৬ **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গা-কে ঢাকা= গা-ঢাকা, ছেলেকে ভুলানো = ছেলে ভুলানো, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, পরলোকে গত = পরলোকগত।

➢ **বিশেষ নিয়ম:**

i. ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী= চিরসুখী, চির ব্যাপ্ত করে কাল = চিরকাল। এরূপ: রথদেখা, ভাতরাঁধা, ছেলে-বুলানো, নভেল-পড়া।

ii. ভাবে, রূপে, যথা-তথা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: মৃদুভাবে ভাষী = মৃদুভাষী, ধরি যথা তথা গামী= ধীরগামী, অর্ধরূপে রাজি = নিমরাজি, দ্রুত যথা তথা গামী = দ্রুতগামী।

৬ **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ= শ্রমলব্ধ, ধন দ্বারা আঢ্য = ধনাঢ্য।

➢ **বিশেষ নিয়ম:**

i. **ঊন, হীন, শূন্য:** ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: এক দ্বারা ঊন= একোন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা বা জ্ঞানে শূন্য= জ্ঞানশূন্য, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচকম (একশ)।

ii. **উপকরণবাচক বিশেষ্য :** উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত হীরক দ্বারা খচিত = হীরকখচিত, চন্দন দ্বারা চর্চিত = চন্দনচর্চিত, রত্ন দ্বারা শোভিত = রত্নশোভিত।

৬ **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গুরুকে ভক্তি= গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা= বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এরূপ: ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা, হজ্বযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি, মেয়েস্কুল, বালিকা- বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৬ **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত।

➢ **বিশেষ নিয়ম:**

i. সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: স্কুল থেকে পালানো= স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। **এরকম:** জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত ইত্যাদি।

ii. কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর', 'চেয়ে', 'অপেক্ষা' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন: পরাণের চেয়ে প্রিয়= পরাণপ্রিয়, সর্ব (সকলের) অপেক্ষা উত্তম = সর্বোত্তম, সর্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট = সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব অপেক্ষা উচ্চ = সর্বোচ্চ।

৬ **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর, দের) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র= রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট। এরূপ: ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, শ্বশুরবাড়ি, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

➢ **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়:**

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' শব্দের স্থলে 'রাজ' হয়। যেমন: রাজার পুত্র = রাজপুত্র, রাজার ধানী (বাসস্থান) = রাজধানী।
- ব্যাসবাক্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন: কবিদের রাজা= রাজকবি, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।
- ব্যতিক্রম: ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দটি 'রাজা (King) অর্থে ব্যবহার হলে ও পরে থাকলে সমস্তপদে তা পরেই থাকে, আগে বসে না। যেমন: গজনীর রাজা= গজনীরাজ।
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়। যেমন: পিতার ধন= পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, মাতার মঙ্গল= মাতৃমঙ্গল, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, মাতার স্নেহ= মাতৃস্নেহ, পিতার স্নেহ= পিতৃস্নেহ।
- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম শব্দগুলো থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: পত্নীর সহ = পত্নীসহ, কন্যার সহ= কন্যাসহ, বন্ধুর তুল্য= বন্ধু তুল্য, মৃতের প্রায়= মৃতপ্রায়, পিতার তুল্য= পিতৃতুল্য, ভ্রাতার তুল্য= ভ্রাতৃতুল্য, অনুজের প্রতিম= অনুজপ্রতিম, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম/সোদারপ্রতিম।
- 'অর্ধ' বা 'মাঝ' শব্দ পরপর হলে সমস্তপদে তা পুর্বপদ হয়। যেমন: পথের অর্ধ= অর্ধপথ, সেরের অর্ধ= অর্ধসের।
- শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড (ডিম), ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে এবং ব্যাসবাক্যে স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বপদে থাকলে সমস্তপদে স্ত্রীবাচক শব্দটি পূর্বপদে পুরুষবাচক হয়। যেমন: মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, হংসীর ডিম্ব= হংসডিম্ব, কুকুরীর ছানা= কুকুরছানা।
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ, পাল প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: হস্তীর যূথ= হস্তিযূথ, পুষ্পের রাজি = পুষ্পরাজি, সদস্যের বৃন্দ = সদস্যবৃন্দ, গুণের গ্রাম= গুণগ্রাম, ছাত্রের গণ= ছাত্রগণ, রত্নের রাজি = রত্নরাজি, পঙ্গের পাল= পঙ্গপাল, শিক্ষকের বৃন্দ= শিক্ষকবৃন্দ।
- কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে ব সে। যেমন: অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ= পূর্বাহ্ন, অহ্নের অপর ভাগ = অপরাহ্ন।
- **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গাছে পাকা= গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা= দিবানিদ্রা, বাক্যে পটু= বাকপটু, তালে কানা= তালকানা, বস্তায় পচা= বস্তাপচা, বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত, অকালে মৃতু= অকাল মৃত্যু, গোলায় ভরা= গোলাভরা, ভোজনে পটু= ভোজনপটু, দানে বীর = দানবীর, কর্মে নিপুণ= কর্মনিপুণ, জলে মগ্ন= জলমগ্ন, কোটরে স্থিত= কোটরস্থিত, রাতে কানা= রাতকানা, বাক্সে বন্দি= বাক্সবন্দি, মনে মরা= মনমরা।
- **নঞ তৎপুরুষ সমাস:** নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ বলা হয়। উদাহরণ: ন আদর = অনাদর
- **উপপদ তৎপুরুষ সমাস:** যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ বলে। উদাহরণ: জল দেয় যে = জলদ
- **অলুক তৎপুরুষ সমাস:** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ সমাস। উদাহরণ: গায়ে পড়া = গায়েপড়া

৪. বহুব্রীহি সমাস

↻ **বহুব্রীহি সমাস:** 'ব্রীহি' মানে ধান। 'বহুব্রীহি' মানে 'বহু ধান' নয় বরং এর দ্বারা বোঝায় 'বহু ধান আছে যার এমন অবস্থাসম্পন্ন কোনো মানুষ। বহুব্রীহি একটি স্বয়ং সমাসবদ্ধ শব্দ। যে সমাসে সদস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: বীণা পাণিতে যার= বীণাপাণি। সমাসবদ্ধ 'বীণাপাণি' শব্দে পূর্বপদ 'বীণা' ও পরপর 'পাণি' (হাত) না বুঝিয়ে স্বরস্বতীকে বোঝাচ্ছে।

➢ **বহুব্রীহি সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন:**

- 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন: বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার= সহোদর > সোদর।
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন: নদী মাতা যার= নদীমাতৃক, বি (গত) হয়েছে পত্নী যার= বিপত্নীক। এরূপ: সস্ত্রীক, অপুত্রক।
- বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন: কমলের ন্যায় অক্ষি যার= কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ, ঊর্ণা নাভীতে যার = ঊর্ণনাভ।
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দের স্থানে 'জানি' হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন: যুবতী জায়া যার = যুবজানি। এখানে যুবতী স্থলে 'যুব' এবং 'জায়া' স্থলে 'জানি' হয়েছে।
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' শব্দ সমস্তপদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্তপদে 'কর্মা' হয়। যেমন: চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্মা যার= বিচিত্রকর্মা।
- বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন: সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার= সমবর্ণ, সমান উদর যাদের = সহোদর। বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দের স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যেমন: সুগন্ধ যার= সুগন্ধি, পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার= পদ্মগন্ধি, মৎসের ন্যায় গন্ধ যার= মৎস্যগন্ধ্যা।
- বহুব্রীহি সমাসে 'দ্বি' এবং 'অন্তর' শব্দের পরে 'অপ' স্থলে 'ঈপ্' হয়। যেমন: দুদিকে অপ্ যার = দ্বীপ, অনতর্গত অপ্ যার = অন্তরীপ।
- পূর্বপদে 'মহৎ' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন: মহৎ প্রাণ যার= মহাপ্রাণ, মহৎ আশা যার= মহাশয়। গজ পরিমাণ যার= দশগজি, তিন মণ ওজন যার= তিনমণি, পাঁচ সের পরিমাণ যার= পাঁচসেরি।
- পরপদে আ-কার থাকলে অ-কার এবং পূর্বপদে অ-কার থাকলে আ-কার হয়। যেমন: দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার= দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশ্ব মিত্র যার= বিশ্বামিত্র, চন্দ্র চূড়া যার= চন্দ্রচূড়।
- স্ত্রীবাচকতা বোঝাতে সমস্তপদে 'আ' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যেমন: আয়ত লোচন যার= আয়তলোচনা, কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যার= কোকিলকণ্ঠী।
- বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের অন্তে যার, যাতে ইত্যাদি পদ বসে। যেমন: চতুর্দিকে ভুজ যার= চতুর্ভুজ।

সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
সমানাধিকরণ বহুব্রীহি	বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সমাস হয়, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে।	নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ
ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি	যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের দুটিই বিশেষ্য পদ হয়, তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে।	বীণা পানিতে যার = বীণাপানি
মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি	বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায়, তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস।	বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী
ব্যতিহার বহুব্রীহি	একই রুপ দুটি বিশেষ্যপদ এক সঙ্গে বসে পরস্পর একই জাতীয় কাজ করলে যে সমাস হয় তাকে বলা হয় ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস।	কানে কানে যে কথা = কানাকানি
অলুক বহুব্রীহি	যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে সমস্যমান পদগুলো বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে।	মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি
নঞ বহুব্রীহি	নঞ অর্থাৎ না- বাচক অব্যয় পূর্ব পদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে বলা হয় নঞ বহুব্রীহি সমাস।	না (নয়) জানা যা = অজানা
প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি	যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস।	দো (দুদিকে) টান যার = দোটানা
দ্বিগু বা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি	পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ লোপে যে সমাস হয়, তাকে বলে দ্বিগু বা সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস।	দশ আনন যার = দশানন

☑ **দ্বিগু সমাস ঃ** যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয়ে সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন– ত্রি (তিন) পদের সমাহার =ত্রিপদী। [নতুন বাংলা বোর্ড বই অনুসারে দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে]

দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাস: সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উত্তরপদে বিশেষ্যপদ প্রযুক্ত হয় এবং এ সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন: ত্রি কালের সমাহার = ত্রিকাল। এখানে 'ত্রি' সংখ্যাবাচক শব্দ এবং 'কাল' বিশেষ্য।

দ্বিগু সমাসের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ:

i. দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়।
ii. দ্বিগু সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়।
iii. বিশেষ্য সমস্তপদটি দ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বা মিলনের ভাব বোঝায়।
iv. পরপদের অর্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সকল সমাসবদ্ধ পদে পূর্ব পদের প্রাধান্য পায় এবং পূর্বপদে অ, উপ, অনু, প্রতি, হর, ফি, যথা যুক্ত থাকে কিংবা পরপদে 'টে' থাকে তাহা অব্যয়ীভাব সমাস।

ব্যতিক্রম : উদ্বেল, বেলাকে অতিক্রম।

বিঃদ্রঃ নবম দশম শ্রেণির বোর্ড বই হতে এ অংশ টুকু বাদ দেয়া হয়েছে।

বিশেষ নিয়ম:

দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে আ- কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন: শত অব্দের সমাহার: শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার= পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার= ত্রিপদী, ত্রি (তিন) ফলের সমাহার = ত্রিফলা ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

তিন মাথার সমাহার = তেমাথা।	ত্রি মোহনার সমাহার = তিমোহিনী।
দু আনার সমাহার = দুআনা।	পঞ্চ ভূতের সমাহার = পঞ্চভূত।
চতুঃ (চার) ভুজের সমাহার = চতুর্ভুজ।	চতুঃ (চার) অঙ্গের সমাহার = চতুরঙ্গ।
তের নদীর সমাহার = তেরনদী।	সাত সমুদ্রের সমাহার = সাতসমুদ্র।
অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু।	পাঁচ সেরের সমাহার = পসুরি।
সপ্ত ঋষির সমাহার = সপ্তর্ষি।	পাঁচফোড়নের সমাহার = পাঁচফোড়ন।
নব (নয়) রত্নের সমাহার = নবরত্ন।	ত্রি (তিন) ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ।
ষট্ (ছয়) ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু।	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার = তেপান্তর।

সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
অলুক সমাস	যে সমাসে কখনো পূর্বপদে বিভক্তি লোপ হয় না। অলুক সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, যে কোনো শ্রেণির সমাস অলুক হতে পারে।	যুদ্ধে স্থির থাকে যে = যুধিষ্ঠির
প্রাদি সমাস	প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস।	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন
নিত্য সমাস	যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে।	অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর
সুপসুপা সমাস	বিভক্তিযুক্ত সাথে তৎসম শব্দ যুক্ত হয়ে যে সমাস হয় এবং সমস্ত পদে তৎসম শব্দের পূর্বে পদটির নিপাত হলে তাকে সুপসুপা সমাস বলে।	পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্বে

ব্যাসবাক্য মনে রাখার কৌশল ।

দ্বন্দ্ব সমাস	ও, এবং, আর থাকলে
কর্মধারয় সমাস	যেই-সেই, যা-অ, যিনি-তিনি, যে-সে থাকলে
তৎপুরুষ সমাস	বিভক্তি লোপ পেলে
বহুব্রীহি সমাস	যার, যাতে থাকলে
দ্বিগু সমাস	সমাহার থাকলে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অসাধ্য	নয় সাধ্য	নঞ তৎপুরুষ	অকাল	ন কাল	নঞ তৎপুরুষ
অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ	অব্যয়	ন ব্যয়	নঞ তৎপুরুষ
অধর্ম	ন ধর্ম	নঞ তৎপুরুষ	অনধিক	নয় অধিক	নঞ তৎপুরুষ
অসুখ	ন সুখ	নঞ তৎপুরুষ	অনাচার	ন আচার	নঞ তৎপুরুষ
অনাবৃষ্টি	ন বৃষ্টি	নঞ তৎপুরুষ	অজ্ঞান	নাই জ্ঞান যার	নঞ বহুব্রীহি
অনুক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব	অকৃতজ্ঞ	ন কৃতজ্ঞ	নঞ তৎপুরুষ
অহিনকুল	অহি ও নকুল	বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব	অল্পবুদ্ধি	অল্প বুদ্ধি যার	বহুব্রীহি
আইন-আদালত	আইন ও আদালত	সামার্থক দ্বন্দ্ব	আপাদমস্তক		
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি	উপশহর		
আগাছা	নয় গাছা	নঞ তৎপুরুষ	উড়োজাহাজ	উড়ে যে জাহাজ	কর্মধারয়
ঋণমুক্ত	ঋণ হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ	ঋষিতুল্য	ঋষির তুল্য	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
একঘরে	এক ঘরে থাকে যে	প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি	কাপুরুষ	কু যে পুরুষ	কর্মধারয়
কাঁচকলা	কাঁচা যে কলা	কর্মধারয়	কবিশ্রেষ্ঠ	কবিদের শ্রেষ্ঠ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কবিগুরু	কবিদের গুরু'	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়	কোকিলকণ্ঠী	কোকিলের মত কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
কাগজকলম	কাগজ ও কলম	দ্বন্দ্ব	কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
করকমল	কর কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়	খবরবার্তা	খবর ও বার্তা	দ্বন্দ্ব
খেচর	খ (আকাশ)-তে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ	গুরুশিষ্য	গুরু ও শিষ্য	দ্বন্দ্ব সমাস
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস	গরমিল		
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি	গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গজমূখ্য	গজের ন্যায় মূখ্য	উপমান কর্মধারয়	ঘরেবাইরে	ঘরে ও বাইরে	অলুক দ্বন্দ্ব
ঘোড়াগাড়ি	ঘোড়ার গাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ঘরছাড়া	ঘর ছেড়েছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
চালকুমড়া	চালে ধরে যে কুমড়া	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	চাবাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চুলাচুলি	চুলে চুলে ধরে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি	চারহাতি	চার হাত পরিমাণ যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়	ছাত্রবৃন্দ	ছাত্রের বৃন্দ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছায়াতরু	ছায়াপ্রদান করে যে তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	জমাখরচ	জমা ও খরচ	বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব
জেলমুক্ত	জেল হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ	জনপথ	জনগণের পথ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জীবনবীমা	জীবনের বীমা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	টাকা-পয়সা	টাকা ও পয়সা	দ্বন্দ্ব
ঠেলাঠেলি	ঠেলা ঠেলি করে যে দ্বন্দ্ব	ব্যতিহার বহুব্রীহি	ডাকমাশুল	ডাকের জন্য মাশুল	চতুর্থী তৎপুরুষ
ত্রিকাল	ত্রি(তিন) কালের সমাহার	দ্বিগু	তেপায়া	তিন পায়া যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য	ধামাধরা	ধামা ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি	নদীমাতৃক	নদী মাতা (মাতৃ) যার	বহুব্রীহি
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ	পলান্ন	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট রূপ) ভাত(আলোকিত)	প্রাদি সমাস	পোস্ট-অফিস	পোস্টের নিমিত্ত অফিস	চতুর্থী তৎপুরুষ
ফুলবাগান	ফুলের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বনবাস	বনে বাস	সপ্তমী তৎপুরুষ	বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
বনচর	বনে চরে যে	বহুব্রীহি	বদমেজাজী	বদ মেজাজ যার	বহুব্রীহি
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়	ভোজনবিলাসী	ভোজনে বিলাসী	সপ্তমী তৎপুরুষ
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়	মনগড়া	মন দিয়ে গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মহানদী	মহান যে নদী	কর্মধারয়	মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
মহাত্মা	মহান যে জন	কর্মধারয়	মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
মৌলভীসাহেব	যিনি মৌলভী তিনিই সাহেব	কর্মধারয়	যুগান্তর	যুগের অন্তর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রক্তকমল	রক্ত যে কমল	কর্মধারয়	রাজকুমার	রাজার কুমার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজহংস	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ	রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনিই ঋষি	কর্মধারয়
লেখাপড়া	লেখা ও পড়া	দ্বন্দ্ব	লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু	শান্তশিষ্ট	যে শান্ত সেই শিষ্ট	কর্মধারয়
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু	সেতার	সে (তিন) তার আছে (যে যন্ত্রের)	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
সতীর্থ	সমান তীর্থ যার	বহুব্রীহি	সস্ত্রীক	স্ত্রীর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
হস্তিমূর্খ	হস্তি ন্যায় মূর্খ	উপমান কর্মধারয়	হা-ঘরে	ঘরের অভাব	বহুব্রীহি
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি	হাতঘড়ি	হাতের ঘড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
হাতপাখা	হাতে চালিত পাখা	বহুব্রীহি	হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসাম প্রশ্ন সমূহ

১. 'নীলকর' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৬তম বিসিএস]
ক. দ্বন্দ্ব খ. বহুব্রীহি গ. নিত্য ঘ. উপপদ তৎপুরুষ
উত্তর: ঘ

২. 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
ক. অব্যয়ীভাব খ. দ্বিগু গ. বহুব্রীহি ঘ. দ্বন্দ্ব
উত্তর: ক

৩. 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? [৪৩তম বিসিএস]
ক. কর্মধারয় খ. বহুব্রীহি গ. অব্যয়ীভাব ঘ. তৎপুরুষ
উত্তর: ক

৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
ক. সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন খ. মহান যে পুরুষ= মহাপুরুষ
গ. কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল ঘ. জায়া ও পতি = দম্পতি
উত্তর: ক

৫. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক. শশব্যস্ত খ. কালচক্র গ. পরাণপাখি ঘ. বহুব্রীহি
উত্তর: ক

৬. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম বিসিএস]
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি
উত্তর: ক

৭. 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
ক. বিস্ময় দ্বারা আপন্ন খ. বিস্ময়ে আপন্ন গ. বিস্ময়কে আপন্ন ঘ. বিস্ময়ে যে আপন্ন
উত্তর: গ

৮. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
ক. জনশ্রুতি খ. অনমনীয় গ. খাসমহল ঘ. তপোবন
উত্তর: খ

৯. 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭তম বিসিএস]
ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব খ. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব গ. অলুক দ্বন্দ্ব ঘ. একশেষ দ্বন্দ্ব
উত্তর: গ

১০. 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫তম বিসিএস]
ক. দ্বিগু খ. কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. বহুব্রীহি
উত্তর: খ

১১. 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [৩২তম বিসিএস]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস
উত্তর: ক

১২. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [২০তম বিসিএস]
ক. সিংহাসন খ. ভাই-বোন গ. কানাকানি ঘ. গাছপাকা
উত্তর: খ

১৩. সমাস ভাষাকে কি করে? [২৯তম বিসিএস]
ক. সংক্ষেপ করে খ. বিস্তৃত করে গ.অর্থপূর্ণ করে ঘ. অর্থের রূপান্তর ঘটায়
উত্তর: ক

১৪. জ্যোৎস্নারাত কোন সমাসের দৃষ্ঠান্ত? [৩০তম বিসিএস]
ক. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ গ. পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ. উপমান কর্মধারয়
উত্তর: ক

১৫. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়- [২৭তম বিসিএস]
ক. উপমিত খ. উপমান গ. উপমেয় ঘ. রূপক
উত্তর: গ

১৬. 'চাঁদমুখ'- এর ব্যাসবাক্য হলো? [২৫তম বিসিএস]
ক. চাঁদমুখের ন্যায় খ. চাঁদের মত মুখ গ. চাঁদ মুখ যার ঘ. চাঁদরূপ মুখ
উত্তর: খ

১৭. 'লাঠালাঠি'- এটি কোন সমাস? [২৬তম বিসিএস]
ক. প্রাদি সমাস খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস গ. তৎপুরুষ সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস
উত্তর: খ

১৮. যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বোঝায় তাকে বলে? [২৫তম বিসিএস]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. রূপক সমাস গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. দ্বিগু সমাস
উত্তর: ঘ

১৯. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩১তম বিসিএস]
ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয় গ. সুপসুপা ঘ. অব্যয়ীভাব
উত্তর: ঘ

২০. যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়- [২৩তম বিসিএস]
ক. দ্বন্দ্ব সমাস খ. অব্যয়ীভাব সমাস গ. কর্মধারয় সমাস ঘ. নিত্য সমাস
উত্তর: ঘ

শিক্ষার্থীদের কাজ

০১. 'সমাস' শব্দের অর্থ কি?
ক. সংশ্লেষণ খ. বিশ্লেষণ গ. সংক্ষেপণ ঘ. সংযোজন উত্তর: গ

০২. সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক. আরবি খ. ফারসি গ. ইংরেজি ঘ. সংস্কৃত উত্তর: ঘ

০৩. সাধারণত সমাসে কোন পদে কারক বিভক্তি থাকে?
ক. প্রথম পদে খ. শেষ পদে গ. সর্বনাম পদে ঘ. বিশেষ্য পদে উত্তর: ঘ

০৪. পূর্বপদ ও পরপদ উভয়েরই অর্থপ্রাধান্যের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয় কোন সমাস?
ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. দিগু ঘ. তৎপুরুষ উত্তর: ক

০৫. 'জায়া ও পতি' সমাস করলে কি হয়?
ক. স্বামী-স্ত্রী খ. পতি-পত্নী গ. দম্পতি ঘ. জায়া-পতি উত্তর: গ

০৬. কোনটি দ্বন্দ সমাস?
ক. মধুকণ্ঠি খ. রাতকানা গ. গোমড়ামুখো ঘ. হাট-বাজার উত্তর: ঘ

০৭. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক. ইন্দ্রজিৎ খ. একরোখা গ. কালান্তর ঘ. ইহকাল উত্তর: ঘ

০৮. 'খাসমহল' (খাস যে মহল) কোন সমাস?
ক. কর্মধারয় খ. তৎপুরুষ গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: ক

০৯. কোনটি উপমিত কর্মধারয় এর উদাহরণ-
ক. ইহকাল খ. কুসুমকোমল গ. করপল্লব ঘ. ঘনশ্যাম উত্তর: গ

১০. 'মেঘশূন্য' (মেঘ দ্বারা শূন্য) কোন সমাস?
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. বহুব্রীহি ঘ. অব্যয়ীভাব উত্তর: ক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

০১. 'ত্রিভুজ' কোন সমাস?
ক. বহুব্রীহি খ. অব্যয়ীভাব গ. দ্বিগু ঘ. ব্যতিহার বহুব্রীহি উত্তর: গ

০২. 'নবরত্ন' পদটি কোন সমাস?
ক. দ্বন্দ্ব খ. তৎপুরুষ গ. বহুব্রীহি ঘ. দ্বিগু উত্তর: ঘ

০৩. নিচের কোনটি দিগু সমাস?
ক. সাতসমুদ্র খ. প্রতিদিন গ. নীলকণ্ঠ ঘ. মুখেভাত উত্তর: ক

০৪. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে কি সমাস বলে?
ক. দ্বিগু খ. অব্যয়ীভাব গ. বহুব্রীহি ঘ. তৎপুরুষ উত্তর: ক

০৫. 'শতাব্দী' কোন সমাস?
ক. বহুব্রীহি খ. তৎপুরুষ গ. অব্যয়ীভাব ঘ. দ্বিগু উত্তর: ঘ

০৬. 'সপ্তর্ষি' শব্দটি কোন সমাস?
ক. দ্বিগু খ. বহুব্রীহি গ. তৎপুরুষ ঘ. দ্বন্দ্ব উত্তর: ক

০৭. অব্যয়ীভাব সমাসে 'অব্যয়' পদের অর্থ-
ক. পরিবর্তিত হয় খ. প্রধান থাকে গ. সংকুচিত হয় ঘ. বৃদ্ধি ঘটে উত্তর: খ

০৮. পূর্বপদ প্রধান সমাস কোনটি?
ক. দ্বন্দ খ. অব্যয়ীভাব গ. তৎপুরুষ ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: খ

০৯. 'উপকথা' কোন সমাস?
ক. কর্মধারয় খ. অব্যয়ীভাব গ. বহুব্রীহি ঘ. দিগু উত্তর: খ

১০. 'নিরামিষ' কোন সমাস?
ক. কর্মধারয় খ. অব্যয়ীভাব গ. বহুব্রীহি ঘ. দ্বিগু উত্তর: খ

১১. 'আরক্তিম' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য-
ক. অতি রক্তিম খ. ঈষৎ রক্তিম গ. আদ্যন্ত ঘ. আদি রক্তিম উত্তর: খ

১২. 'আমরণ' কোন সমাস (মরণ পর্যন্ত)?
ক. তৎপুরুষ খ. কর্মধারয় গ. অব্যয়ীভাব ঘ. বহুব্রীহি উত্তর: গ

১৩. সমাস ভাষাকে-
ক. সংকোচন করে খ. সংক্ষেপ করে গ. অর্থবোধক করে ঘ. বিস্তৃত করে উত্তর: খ

১৪. ব্যাসবাক্যের অপর নাম কি?
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. বিগ্রহবাক্য ঘ. জটিল বাক্য উত্তর: গ

১৫. কোন সমাসে উভয়পদই বিশেষ্য?
ক. দ্বন্দ্ব খ. কর্মধারয় গ. তৎপুরুষ ঘ. প্রাদি সমাস উত্তর: ক

১৬. অলুক দ্বন্দ্ব সমাস সাধিত শব্দ কোনটি?
ক. দুধে-ভাতে খ. মাতা-পিতা গ. কমবেশি ঘ. সাত-পাঁচ উত্তর: ক

১৭. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়-
ক. উপমিত খ. উপমান গ. উপমেয় ঘ. রূপক উত্তর: গ

১৮. **'শশব্যস্ত' কোন সমাস (শশকের ন্যায় ব্যস্ত)?**
ক. কর্মধারয় খ. তৎপুরুষ গ. বহুব্রীহি ঘ. অব্যয়ীভাব উত্তর: ক

১৯. **'তুষারশুভ্র' কোন সমাসের উদাহরণ?**
ক. উপমান কর্মধারয় খ. উপমিত কর্মধারয় গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. তৎপুরুষ উত্তর: ক

২০. **'গায়েহলুদ' কোন সমাস?**
ক. অলুক দ্বন্দ্ব খ. অলুক তৎপুরুষ গ. অলুক বহুব্রীহি ঘ. ব্যতিহার বহুব্রীহি উত্তর: গ

বাড়ির কাজ

১. সমাস শব্দের অর্থ কি? উত্তর: একাধিক পক্ষের একপদী করণ, সংক্ষেপ, সংক্ষেপন।
২. পরস্পর অন্বয়যুক্ত দুই বা ততোধিক পদেক এক পদে পরিণত করার নাম- উত্তর: সমাস
৩. সাধারণত সমাসে কোন পদে কারক বিভক্তি থাকে? উত্তর: বিশেষ্য পদে
৪. পূর্বপদে বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে কী বলে? উ: তৎপুরুষ সমাস
৫. দ্বন্দ্ব বলতে কি বুঝায়? উত্তর: জোড়া
৬. সমাস সাধিত পদ কোনটি? উত্তর: দম্পতি
৭. 'দম্পতি' শব্দটি কোন সমাস? উত্তর: দ্বন্দ্ব সমাস
৮. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? উত্তর: দম্পতি
৯. 'জায়া ও পতি' সমাস করলে কি হয়? উত্তর: দম্পতি
১০. বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তার নাম কি? উত্তরঃ কর্মধারয়
১১. 'অনুতাপ' পদটির ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? উত্তরঃ অনুতে যে তাপ
১২. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? উত্তর: ইহকাল
১৩. নীল যে অম্বর = নীলাম্বর কোন সমাস? উত্তর: কর্মধারয়
১৪. নীল যে আকাশ = নীলাকাশ কোন সমাস? উত্তর: কর্মধারয়
১৫. 'কাপুরুষ' শব্দের সমাস কোনটি? উত্তর: উপমান কর্মধারয়
১৬. 'কদাচার' শব্দটি কোন সমাস? উত্তর: তৎপুরুষ সমাস
১৭. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে কি সমাস বলে? উত্তর: দ্বিগু
১৮. সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে সমষ্টি বা সমাহার বা মিলন বোঝালে কোন সমাস হয়? উত্তর: দ্বিগু
১৯. 'নবরত্ন' পদটি কোন সমাস? উত্তর: দ্বিগু
২০. বহুব্রীহি শব্দের অর্থ কি? উত্তর: বহু ধান
২১. সহোদর' কোন সমাস? উত্তর: বহুব্রীহি
২২. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? উত্তর: মহাত্মা
২৩. 'দ্বিগম্বর' (দিক অম্বর যার) কোন সমাস? উত্তর: বহুব্রীহি
২৪. পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলে- উত্তর: তৎপুরুষ সমাস
২৫. 'বইপড়া' (বইকে পড়া) কোন সমাস? উত্তর: তৎপুরুষ
২৬. 'তেলেভাজা' কোন সমাস? উত্তর: তৎপুরুষ
২৭. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি? উত্তর: তেল দিয়া ভাজা-তেলেভাজা
২৮. কোনটি ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস? উত্তর: আরক্তিম
২৯. 'আরক্তিম' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য- উত্তর: ঈষৎ রক্তিম
৩০. পূর্ব পদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয়, তাকে বলে- উত্তর: প্রাদি সমাস
৩১. কোনটি প্রাদি সমাস? উত্তর: প্রবচন
৩২. যে সমাসে পূর্বে পদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলে- উত্তর: অলুক সমাস
৩৩. কোন সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না? উত্তর: অলুক সমাস
৩৪. যে সমাসে পদগুলি নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের প্রয়োজন হয় না, তাকে কোন সমাস বলে? উত্তর: নিত্য সমাস
৩৫. অন্য গ্রাম কোন সমাস? উত্তর: নিত্য
৩৬. 'কেবল দর্শন' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত? উত্তর: নিত্য সমাস